বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

ইউনিট
৮

ভূমিকা

একটি সুস্থ সবল শিশু সকলেরই কাম্য। কিন্তু এমন কিছু শিশু আছে যারা স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে আলাদা। কেউ কানে শুনতে পারে না, কথা বলতে পারে না, আবার কেউ কেউ চোখেও দেখে না বা কম দেখে, বুদ্ধি কম থাকে, কেউ আবার অনেক বেশি মেধাবী বা প্রতিভাবান। এরা সকলেই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। এদের আচরণ ও ভাব বিনিময় স্বাভাবিকের থেকে আলাদা হয়। এদের গড়ে তুলতে হলে তাদের উপযোগী বিশেষ ব্যবস্থা বা সেবার প্রয়োজন। এরা আমাদেরই একজন। বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সবাই এদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের চাহিদাগুলো ঠিকমত পূরণ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ : প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে পরিচয়
পাঠ-৮.২ : প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পদ্ধতি
পাঠ-৮.৩ : অটিস্টিক শিশুদের চেনা জানা
পাঠ-৮.৪ : অটিস্টিক শিশুদের সামাজিকীকরণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

পাঠ-৮.১ প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রতিবন্ধী শিশু কারা তা বলতে পারবেন;
- প্রতিবন্ধী শিশুর শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রতিবন্ধী শিশু (Disable Child)

যেসব শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আচরণগত ও ভাব বিনিময় দক্ষতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় কম থাকে তাদের প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয়। সমাজে এমন অনেক শিশু দেখা যায় যাদের হাত বা পায়ের সক্ষমতা নেই, শারীরিক গঠন স্বাভাবিক নয়, শ্রবণ ক্ষমতা কম, দৃষ্টিশক্তি কম অথবা বুদ্ধিমত্তা কম, তারাই প্রতিবন্ধী শিশু। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শ্রেণিবিভাগ একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো–

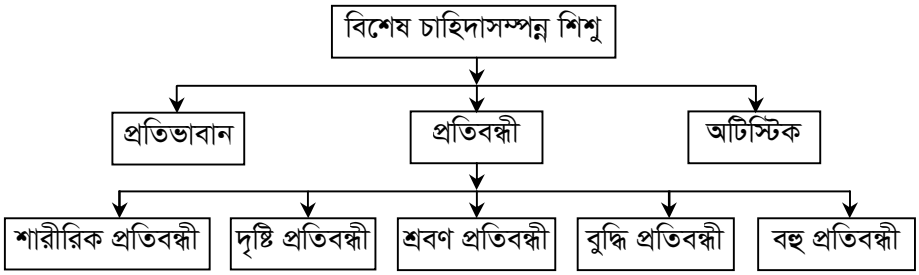

১। শারীরিক প্রতিবন্ধী (Physical Disabitity)

যারা শারীরিকভাবে অসুস্থ, স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারে না তাদেরকে শরীরিক প্রতিবন্ধী বলে। শারীরিক প্রতিবন্ধী জন্মগত অথবা দুর্ঘটনাজনিত কারণেও হতে পারে। যেমন–

ক) স্নায়ুবিক ক্ষতিজনিত শারীরিক প্রতিবন্ধী।
খ) জন্মগতভাবে শরীরের যেকোনো অংগের ক্ষতি বা হাত-পায়ের আকার-আকৃতি বিকৃত বা নেই ইত্যাদি।
গ) দুর্ঘটনার কারণে শরীরের যেকোনো অংগের ক্ষতি।

২। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (Vision Disabitity)

যারা চোখে দেখতে পারেনা বা কম দেখে তাদেরকেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা হয়। যারা একেবারেই দেখতে পারেনা তাদেরকে দৃষ্টিহীন বলা হয়। তবে বেশিরভাগ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুই কিছু কিছু দেখতে পারে। যেমন অনেকে আলো-আঁধারের পার্থক্য বুঝতে পারে। স্বাভাবিক মানুষের দৃষ্টির ক্ষেত্র ১৮০ ডিগ্রী। আর দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দৃষ্টির ক্ষেত্র লেন্স ব্যবহারের পর ২০ ডিগ্রী। স্বাস্থ্য সংস্থার মাত্রা অনুযায়ী দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতার শ্রেণিবিভাগ হলো–

ক) আংশিক বা মৃদু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী: চশমা বা লেন্স ব্যবহার করে স্বাভাবিক শিশুর মত কাজ কম করতে পারা বা লেখাপড়া করতে পারা।

খ) **মধ্যম মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী:** প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করেও ধীর গতিতে ও কম সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাজ করতে পারা।

গ) **গুরুতর মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী:** দৃষ্টির প্রয়োজন হয় এমন কাজ করতে সমস্যা হয়। সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাজ করতে পারেনা।

ঘ) **প্রায় অন্ধ মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী:** এরা আলো দেখতে পায়। অর্থাৎ আলো আঁধারের পার্থক্য বুঝতে পারে।

ঙ) **সম্পূর্ণ অন্ধ মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী:** কোনো রকম দৃষ্টি সংবেদন থাকে না। এরা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন।

৩। শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী

যারা বধির, কানে শুনতে পারেনা কিংবা যারা শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার না করে কেবল কানের সাহায্যে অন্যের কথা শুনতে পায়না তাদের শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে শ্রবণ ক্ষমতা ডেসিবল দিয়ে পরিমাপ করা হয়। ডেসিবল হচ্ছে শ্রবণ ক্ষমতা মাপার একক।

স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতা	:	০-২৬ ডেসিবল
মৃদু মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী	:	২৭-৪০ ডেসিবল
মধ্যম মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী	:	৪১-৫৫ ডেসিবল
মধ্যম গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী	:	৫৬-৭০ ডেসিবল
গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী	:	৭১-৯০ ডেসিবল
চরম মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী	:	৯০ ডেসিবল বা তার উর্ধ্বে।

মৃদ ও মধ্যম মাত্রার গুরুতর শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা অবশিষ্ট শ্রবণ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বা শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করে কথা শুনতে পারে। গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা চিৎকার বা তীব্র শব্দ শুনতে পারে। চরম মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা কোনো শব্দ শুনতে পারে না।

৪। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (Intellectual Disabitity)

জীবনের শুরু থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক দৌর্বল্য থাকে এবং বাড়ন্ত বয়সে মানবিকবোধ বিকাশের ধীরগতি, শিক্ষা গ্রহণে অক্ষমতা এবং সামাজিক ও আচরণগত সামঞ্জস্যতা সাধনের অভাব পরিলক্ষিত হওয়াকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা বলে। সাধারণ অর্থে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা বলতে বোঝায়, গড় বুদ্ধির চেয়ে সুস্পষ্টভাবে কম বুদ্ধি, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন আচরণের ঘাটতি। এ অবস্থাটি বাড়ন্ত বয়সে ১৮ বছরের আগে প্রকাশ পায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা তিনভাগ মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী। বুদ্ধি প্রতিবন্ধীকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক) **মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী:** এদের মানসিক বয়স বা বুদ্ধি ১৮ বা তদুর্ধ্ব বয়সে সর্বোচ্চ ১১ বছরের স্বাভাবিক শিশুর মত। বুদ্ধাঙ্ক ৫৫-৬৯ থাকে। এদের মনোযোগের মাত্রা কম ফলে এরা ধীর গতিতে শেখে। ভাল মন্দের বিচার করার ক্ষমতা কম হলেও এরা স্বনির্ভর জীবনযাপন করতে পারে।

খ) **মধ্যম বুদ্ধি প্রতিবন্ধী:** শারীরিক বৈকল্য ও জড়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান থাকে। ১৮ বা তদুর্ধ্ব বয়সে এদের মানসিক বয়স ৫-৮ বছরের শিশুর মতো। এদের বুদ্ধ্যাংক ৪০-৫৪। এরা ভাবের আদান প্রদান করতে পারে।

গ) **চরম বুদ্ধি প্রতিবন্ধী:** শারীরিক অক্ষমতা বা বিকলাঙ্গতা থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক বা ১৮ বছর বয়সে এদের মানসিক বয়স ৩ বছরের চেয়েও কম থাকে। এদের বুদ্ধ্যাংক ২৪। অন্যের সহযোগিতা ছাড়া এরা চলতে পারে না।

৫। বহু প্রতিবন্ধী

এদের মধ্যে একাধিক প্রতিবন্ধকতা থাকে। যেমন শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধী শিশু চিহ্নিতকরণ (Incntification of Disable child)

প্রতিবন্ধকতার ধরন	লক্ষণ	চিহ্নিতকরণ
১। শারীরিক প্রতিবন্ধী	জন্মগতভাবে দুর্বল, বয়স অনুপাতে ঘাড় নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, হাঁটা, বসা, চুষে খেতে না পারা ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়। দেহে অস্বাভাবিক শক্ত ভাব।	সেরিব্রাল পলসি
	মেরুদন্ড ঠিকমত গঠিত হয়না। পিঠের উপর উঁচু মাংসপিন্ড, কম অনুভূতি ও কম গতিসম্পন্ন পা।	স্পাইনা বিফিডা
	ঠোঁট কাটা, তালু কাটা, হাত পা জন্মগত ভাবে না থাকা বা অক্ষম থাকা, হাত পায়ের মাংসপেশি ছোট, দুর্ঘটনায় অংগ হানি।	জন্মগত বা জন্ম পরবর্তী শারীরিক ত্রুটি
	পোলিও ভাইরাসের আক্রমণে জ্বর, বমি, মারাত্মক ঠান্ডা, ডায়রিয়া ইত্যাদি দেখা দেয়। এছাড়াও অস্থি বিকৃতি দেখা দেয়।	পোলিও
	প্রশ্রাব, পায়খানা নিয়ন্ত্রণহীন, মাংসপেশির খিঁচুনী, দুর্বলতা, পিঠে ও ঘাড়ে আঘাত।	মেরুরজ্জুর আঘাত
	মাংসপেশির টানটান ভাব, চলাফেরায় ধীর গতি ও জড়তা	মাসকুলার ডিস্ট্রফি
২। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী	শারীরিক গঠন খাটো, হাত পায়ের আঙুঁল মোটা, নাক চ্যাপ্টা, জিহ্বা মোটা এবং চোখ তির্জক।	ডাউন সিনড্রোম
	মানসিক প্রতিবন্ধী হয়, কপাল ছোট, ফোলা ফোলা চোখের পাতা, ঘাড়ে চর্বি জমে ক্রমশ খাটো হয় এবং কানেও কম শোনে	ক্রিটিনিজম
	সেরেব্রোস্পাইনাল রস নির্গত না হয়ে মস্তিস্কে জমা থাকে, ফলে মাথা অস্বাভাবিক বড় হয়। প্রতিবন্ধীতাসহ শারীরিক সমস্যা থাকে।	হাইড্রোসেফালি
	মাথা অস্বাভাবিক ছোট। শারীরিক অনেক সমস্যা ও তীব্র বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীতা হয়।	মাইক্রোসেফালি
৩। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	চোখের পাতা লাল হওয়া, চোখ ফুলে যাওয়া, চোখের কিনারে শুষ্ক আস্তরণ, তরল পদার্থ নির্গত হওয়া, ঘন ঘন চোখ রগড়ানো, একটি চোখ বন্ধ বা ঢেকে থাকা। চোখের কাছে নিয়ে বই পড়া। চোখ ব্যথা, মাথা বাথা, ঝাপসা দেখা, বমি বমি ভাব, দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা, বর্ণ চিনতে ভুল করা ইত্যাদি।	
৪। শ্রবণ প্রতিবন্ধী	পড়া শোনায় অমনোযোগ, পাঠ গ্রহণে সমস্যা। কানের গঠনগত ত্রুটি বিকৃতি, কান পাকা রোগ। উচ্চারণের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা। রেডিও টিভি উচ্চ ভলিউমে শোনা বা কাছে গিয়ে শোনা। বার বার একই প্রশ্ন করা বা প্রশ্নের অন্য উত্তর দেওয়া। কথা না বলে ইশারা বা মুখভঙ্গি করে ভাব বিনিময় করা।	
৫। বহু প্রতিবন্ধী	দুই বা ততোধিক প্রতিবন্ধীতা এক সাথে থাকতে পারে। যেমন, শারীরিক, বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টি ইত্যাদি।	

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রতিবন্ধীতার শ্রেণিবিন্যাস ছকের মাধ্যমে তুলে ধরুন।

সারাংশ

পৃথিবীতে এমন কিছু শিশু আছে যাদের শারীরিক গঠন স্বাভাবিক নয়। হাত বা পা নিষ্ক্রিয় বা নেই। কথা বলতে পারে না, কানে শুনতে পারেনা, অনেকে আবার চোখেও কম দেখে বা একেবারেই দেখতে পারে না কিংবা কারো কারো বুদ্ধাঙ্ক কম থাকে। ফলে তারা স্বাভাবিক আচরণ বা ভাব বিনিময় করতে পারে না, তারাই প্রতিবন্ধী শিশু। এ সমস্ত শিশুদের তাদের উপযোগী করে তৈরি করার জন্য আমাদের পরিবার, সমাজ ও সরকারের এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে সহযোগিতা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সাধারণ মানুষের গড় বুদ্ধ্যাংক কত?

ক) ৪০-৫০ খ) ৫০-৭০

গ) ৭০-৮০ ঘ) ৮০-১০০

২। মেরুদন্ডের পৃষ্ঠদেশে গর্ত থাকে কোন রোগে?

ক) সেরিব্রাল পালসি খ) মৃগী

গ) স্পাইনাবিফিডা ঘ) পোলিও

৩। কোন রোগে মাথা অস্বাভাবিক বড় থাকে?

ক) মাসকুলার ডিসট্রফি খ) ক্রিটিনিজম

গ) হাইড্রোসেফালি ঘ) মাইক্রোসেফালি

৪। দৃষ্টিহীন শিশুরা–

i. আলো আধারের পার্থক্য বোঝে

ii. একেবারেই দেখতে পারে না

iii. কোনো রকম দৃষ্টি সংবেদন থাকেনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.২ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পদ্ধতি কার্যকর করতে পারবেন;
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে পারবেন;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা পদ্ধতি এমন হবে যাতে সেই শিশু তার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকে সাধারণ বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিশুর সাথে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পর্কে সকলের ধারণা হবে এবং প্রতিবন্ধীরাও যে সমাজের একজন, তাদেরও স্বাভাবিক শিশুদের মত অধিকার রয়েছে এ বিষয়ে সবাই সচেতন হবে। প্রতিবন্ধী শিশু নিজেকে অসহায় মনে করবেনা। তাদের বাবা-মায়ের মনে কোনো অবসাদ, দ্বন্দ্ব বা হতাশা সৃষ্টি হবেনা। প্রতিবন্ধী শিশুরাও তাদের ক্ষমতা ও সামর্থ অনুযায়ী সমাজে অবদান রাখতে পারবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো তাদের সুপ্ত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ও আত্মবিশ্বাস অর্জন এবং তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এছাড়াও সুখী, স্বনির্ভর জীবনযাপনের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে অবদান রাখা ইত্যাদি।

শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা পদ্ধতিঃ প্রতিটি শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুকে তাদের অক্ষমতা জেনে সেই অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় সাধারণ শিক্ষাদান পদ্ধতিই শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য উপযোগী হতে পারে। শারীরিক সমস্যার কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহায়ক উপকরণ দিতে হবে। শিশুকে ধীর গতিতে শিক্ষা লাভের সুযোগ দিতে হবে। বিশেষ সমস্যাগ্রস্ত শিশুর জন্য বিশেষ শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদান কৌশল ব্যবহার করতে হবে। গুরুতর শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকও শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা পদ্ধতিঃ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য বুদ্ধির মাত্রা অনুসারে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে ধৈর্য্য, যত্ন ও সহানুভূতির সাথে শিক্ষা দিতে হবে। স্বল্পমাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে সকল শিশুর সাথেই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকের বিশেষ যত্ন, যেমন- শিক্ষকের কাছাকাছি বসার ব্যবস্থা, একই বিষয়ের বারবার পুনরাবৃত্তি করা, শিশু যাতে বিষয়টি বুঝতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা ও শিক্ষাকে সহজতর করা। মধ্যম বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের স্থির হয়ে বসা, শিক্ষকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, নির্দেশ অনুসরণ, ভাষার বিকাশ এবং স্থূল পেশি সঞ্চালনে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি শিক্ষণ দিতে হবে। গুরুতর মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের চেষ্টা করতে হবে। নিজের হাতে খাবার গ্রহণ করা, পোশাক পরা, টয়লেট ট্রেনিং, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের জন্য সহায়ক বিশেষ উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন শিক্ষণ পদ্ধতি তার জন্য উপযুক্ত ও কার্যকর হবে। বুদ্ধি ও আনুষঙ্গিক ক্ষমতার ঘাটতি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে। এদের মনোযোগ কম তাই মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষণীয় বিষয় খন্ড খন্ড অংশে ভাগ করে বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে হবে।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা পদ্ধতিঃ শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের তার শ্রবণ প্রতিবন্ধীতার মাত্রা জেনে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মধ্যম মৃদু শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয়ের শিশুদের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাদেরকে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করে তাদের সমস্যা অনেক কমিয়ে আনা যায় বা সমস্যামুক্ত করা যেতে পারে। মধ্যম মাত্রার ও গুরুতর শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশেষ শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষকের কাছাকাছি বসানো, শিক্ষক যদি ধীরে ধীরে উচ্চ স্বরে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে কথা বলেন তবে শিশু তা

বুঝতে পারবে বা অনুধাবন করতে পারবে। গুরুতর ও চরমমাত্রা প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ভাব বিনিময় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মৌখিক বা ইশারা ভাষায় শিক্ষাদান করার ব্যবসথা করতে হবে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পদ্ধতি: দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের অক্ষমতার মাত্রার ভিত্তিতে বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরনের শিশুদের স্পর্শ দিয়ে ৬টি উঁচু ডট দিয়ে সব বর্ণ ও সংখ্যা তৈরি করে পড়া লেখার শিক্ষা দেওয়া যায়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর এককাশ নামক যন্ত্র দ্বারা গণনা শিখতে পারে। এবাকাস ও অপটাকন রিডিং মেশিন পঠন পদ্ধতি। এ যন্ত্র ব্যবহার করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ ছাপার লেখা শব্দ উচ্চারণ করে শিশু কানে শুনে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের শিশুদের জন্য গাঢ় রং ও বড় ছাপার অক্ষর ও ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করে শিক্ষাদান করা যেতে পারে। মৃদু দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের চশমা ও লেন্স ব্যবহার করে দৃষ্টি উন্নয়ন করে শিক্ষা প্রদান করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার শ্রেণিবিভাগ ক্লাসে আলোচনা করুন।

সারাংশ

পৃথিবীতে এমন কিছু শিশু দেখা যায় যারা স্বাভাবিক শিশুদের থেকে একটু আলাদা। তারা কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার। তাদের কিছু না কিছু অক্ষমতা আছে। এ অক্ষমতাগুলো জেনে সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে তাদের অক্ষমতাগুলো দূর করে পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা দেয়ার মূল উদ্দেশ্য কোনটি?
ক) তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা
খ) তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় না আনা
গ) ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ না হওয়া
ঘ) পরিবার ও সমাজে বিচ্ছিন্ন রাখা

২। শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কোন শিক্ষা পদ্ধতি উপযোগী?
ক) শিশুকে ধীর গতিতে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা
খ) তাদের সহায়ক উপকরণ ব্যবহার না করা
গ) বিশেষ শিক্ষাক্রম ব্যবহার না করা
ঘ) শিক্ষাদান কৌশল ব্যবহার সাধারণ করা

৩। শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা কোন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে?
ক) দ্রুত গতিতে শিক্ষা দান পদ্ধতি
খ) ব্লাক বোর্ড বা শিক্ষক থেকে দূরে বসা
গ) ঠোঁটের নাড়াচড়া দেখে বা শব্দ শুনে বুঝতে পারা
ঘ) কম্পিউটার ব্যবহার করা

পাঠ-৮.৩ অটিস্টিক শিশুদের চেনা জানা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- অটিস্টিক শিশু কারা তা বলতে পারবেন;
- অটিস্টিক শিশুর শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- অটিস্টিক শিশু ও স্বাভাবিক শিশু চিহ্নিত করতে পারবেন;
- অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

অটিস্টিক শিশু (Autistic child)

অটিজম কোনো রোগ নয়। অটিজম হলো মস্তিস্ক জাত একটি স্নায়ুবিক সমস্যা যা মস্তিস্কের সাধারণ কর্মক্ষমতাকে ব্যহত করে। অটিজম হচ্ছে বিকাশমূলক বৈকল্য। ফলে এরা বয়সের উপযোগী আচরণ করতে ব্যর্থ হয়। এ ধরনের সমস্যা যাদের মধ্যে বিদ্যমান তাদের অটিস্টিক বলা হয়। অটিজমের ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে শিশুর অনুপাত প্রায় ১ঃ৪। প্রত্যেক শিশুর মেধা ও ব্যক্তিসত্তার সম্পুর্ণ বিকাশ সাধন বর্তমান সমাজে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, যাতে শিশুরা তাদের সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখতে পারে। কিন্তু অটিস্টিক শিশুরা তাদের সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে পারেনা। তাদের মেধার পূর্ন বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রতিবন্ধতার ধরন বা রকমভেদে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংযোজন আবশ্যক। শিশুর বয়স যখন ১$\frac{১}{২}$-২/৩ বছর তখন অটিজমের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট্য

অটিজমে আক্রান্ত সব শিশুর বৈশিষ্ট্য এক রকম হয় না। তবে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সব শিশুর মধ্যেই কম বেশি দেখা যায়। যেমন–

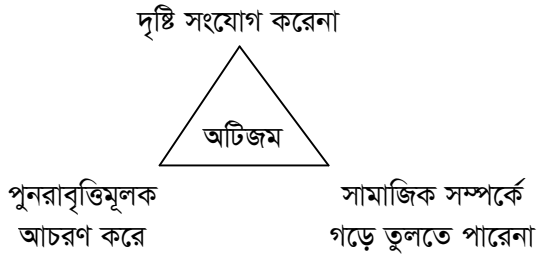

ক) **যোগাযোগঃ** অটিস্টিক শিশুর ভাষার বিকাশ অস্বাভাবিক। তারা অন্যের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে না। নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয় না।

খ) **সামাজিক সম্পর্কঃ** এই শিশুরা অন্যান্য সদস্যদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনা। পরিচিত কাউকে দেখলে গুটিয়ে থাকে, হাসেনা। কারো উপস্থিতি খেয়াল করেনা। আবার হঠাৎ কেউ কেউ অন্যকে আক্রমণ করে থাকে।

গ) **পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণঃ** একটি কাজ বা খেলা বারবার খেলে। বস্তুর প্রতি অত্যধিক মনোযোগী থাকে। খেলনা দিয়ে কীভাবে খেলে অনেকে সেটা বুঝতে পারেনা, তাই হাতে পেলে মুখে দেয় বা গন্ধ শোকে। কেউ কেউ আবার নিজেকে বার বার আঘাত করে লাটিমের মত ঘোরে (Spin), দেয়ালে মাথা ঠোকে। জোরে ব্যথা পেলেও সহজে ব্যথা অনুভব করতে পারেনা।

অটিজমের শ্রেণিবিভাগঃ

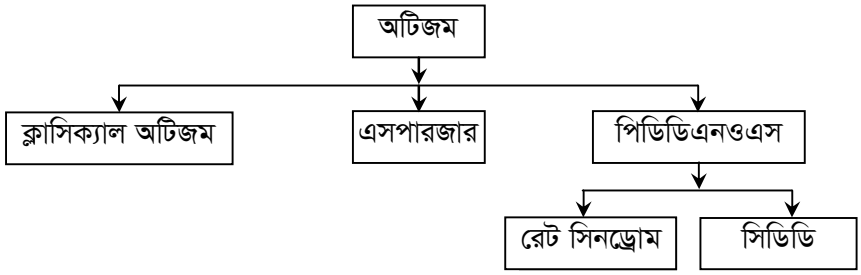

১। **ক্লাসিক্যাল অটিজমঃ** এক্ষেত্রে শিশুর ভাষার বিকাশ হয় না, তারা অন্যের সাথে সামাজিক যোগাযোগ করেনা। অন্য শিশুরা যেভাবে খেলে সেভাবে খেলেনা। কোনো বস্তু বা বিশেষ শব্দের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

২। **এসপারজার লক্ষণঃ** ভাষার বিকাশ ঘটলেও কথা বলার স্বাভাবিকতা থাকে না। শিশুকে আবেগহীন ও যান্ত্রিক মনে হয়। ১৯৪৪ সালে ভিয়েনার চিকিৎসক Hans Asperger কিছু শিশুর উপর পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে শিশুরা স্বাভাবিক বুদ্ধি ও ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা রাখে। কিন্তু তাদের মধ্যে সামাজিক দক্ষতার অনেক অভাব রয়েছে।

৩। **পরিব্যাপক বিকাশমূলক সমস্যাঃ** পিডিডিএনওএস (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Speitied) অনেকগুলো অটিস্টিক লক্ষণের সমাহার। এদের মধ্যে ক্লাসিক্যাল ও এসপারজার উভয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন- ভাষার ব্যবহারে সমস্যা থাকে। খেলনা দিয়ে খেলার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক আচরণ করে। দৃষ্টি বিনিময় ও কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে দেখতে সমস্যা হয়। পরিচিত পরিবেশের কোনো পরিবর্তন হলে তীব্র প্রতিক্রিয়া করে। অঙ্গ সঞ্চালনে পুনরাবৃত্তি করে। পরিব্যাপক বিকাশমূলক সমস্যা দুই ধরনের–

ক) **রেট সিনড্রোমঃ** শৈশবকালীন মস্তিষ্কেমলর স্নায়ুবিক বিকাশমূলক বিকৃতি। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পেশি সঞ্চালনে অক্ষমতা লক্ষণ দেখা দেয় ১৬-১৮ মাস বয়সে। লক্ষণ দেখা দেয়ার আগে শিশু স্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে। হঠাৎ করে পেশির ক্ষমতা কমে যায় বা হ্রাস পায়। অঙ্গ ও কথা বলায় বাধার সৃষ্টি করে।

খ) **সিডিডি** (Childhood Disintegration Disorder)**ঃ** এদের মধ্যে ৯০% শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রকমূলক সকল দক্ষতা থাকেনা, যেমন- ভাষার দক্ষতা, মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চালনমূলক দক্ষতা লোপ পায়। CDD এর লক্ষণ দুই বছর বয়সের পরে দেখা দেয়।

অটিজম চিহ্নিতকরণঃ কোনো শিশুর অটিজম আছে কিনা তা নির্ণয় করার জন্য প্রথমেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। নিচে অটিস্টিক শিশু ও স্বাভাবিক শিশু চিহ্নিত করা হলো।

স্বাভাবিক শিশু	অটিস্টিক শিশু
১। পরিচিত কণ্ঠস্বর বা শব্দ শুনলে প্রতিক্রিয়া করে।	১। ডাকলে সাড়া দেয় না। শব্দের প্রতি কোন প্রতিক্রিয়া করেনা।
২। পরিচিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।	২। কারও দিকে চোখে চোখ রেখে তাকায়না।
৩। বয়স বাড়ার সাথে সাথে নুতন নুতন শব্দ শেখে।	৩। প্রথমে ভাষার বিকাশ স্বাভাবিক মনে হয়। তারপর ভাষা ব্যবহার একেবারেই করেনা।
৪। মাকে না দেখলে কাঁদে।	৪। অন্যের প্রতি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনা।
৫। পরিচিত লোক দেখলে হাসে, কোলে যেতে চায়।	৫। কারণ ছাড়া অনেক সময় অন্যকে আক্রমণ করে বা নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে।
৬। দ্রুত এক খেলনা থেকে অন্য খেলনায় আগ্রহ দেখায়।	৬। কোনো একটি বস্তু বা খেলনা দিয়ে অনেকক্ষণ একইভাবে খেলতে থাকে।
৭। দেহভঙ্গি ও সঞ্চালন স্বাভাবিক।	৭। অস্বাভাবিক দেহ ভঙ্গি করে। হাত দোলায়।
৮। খেলনা পেলে খেলে।	৮। খেলনা পেলে মুখে দেয় বা গন্ধ শোকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পোস্টারের মাধ্যমে অটিজমের শ্রেণিবিভাগ তৈরি করে দেখান।

সারাংশ

সাধারণত অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা মানসিকভাবে পরিপক্ক হয়না, যা শিশুর ১$\frac{১}{২}$ - ৩ বছর বয়স হলে প্রকাশ পায়। অটিজম কোনো রোগ নয়। এটি হলো গুরুতরভাবে আচরণ ও দক্ষতা সীমিতকারী বিকাশমূলক প্রতিবন্ধীতা। ফলে বয়সের উপযোগী আচরণ তারা করতে পারে না। তাই তাদের স্ব স্ব সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অটিস্টিক শিশুর মধ্যে কী ধরনের সমস্যা থাকে?
i. পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ
ii. হাঁটতে না পারা
iii. দৃষ্টি বিনিময় না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। Hans Asperger কোন দেশের চিকিৎসক?
ক) সুইডেন খ) কেনিয়া
গ) নামিবিয়া ঘ) ভিয়েনা

৩। অটিস্টিক শিশুরা–
i. দৃষ্টি সংযোগ করেনা
ii. পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করেনা
iii. সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৪ অটিস্টিক শিশুদের সামাজিকীকরণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- অটিস্টিক শিশুদের সামাজিকীকরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

অটিস্টিক শিশুদের সামাজিকীকরণ

১। শিশুদের আত্মনির্ভরশীল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা।
২। অটিস্টিক শিশুদের সমস্যাগুলো সমন্ধে জনগণকে অবহিত করা।
৩। তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে জনগণকে উৎসাহিত করা।
৪। তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় মনে না করা।
৫। তাদেরকে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।
৬। অটিস্টিক শিশুদের সমাজের সহায়ক ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাদের চাহিদা ও শক্তিকে স্বীকৃতি দান করা।
৭। তাদেরকে সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করা।
৮। তাদের প্রতিটি কাজে উৎসাহ এবং সাফল্যকে পুরস্কৃত করা।
৯। তাদের সাথে সবার বন্ধুসুলভ আচরণ করা।
১০। সমাজে অন্যান্য শিশুদের সবার সাথে মিলে মিশে খেলাধুলা করা যাতে তারা সামাজিক হয়ে উঠতে পারে।

অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি

অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষাদান কার্যক্রম খুব নিবিড় ও বিশদভাবে হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র একটি পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। একসাথে বা ক্রমান্বয়ে একাধিক পদ্ধতির ব্যবহার করতে হয়। অটিষ্টিক শিশুদের আচরণগত যোগ্যতার ঘাটতি উন্নয়নের জন্য গবেষণা প্রাপ্ত কার্যকরি বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

ক) **আচরণ পরিমার্জন বা প্রায়োগিক আচরণ বিশ্লেষণ শিক্ষাদান পদ্ধতি:** শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত কার্যকরী একটি কৌশল হলো আচরণ পরিমার্জনা, যা প্রয়োগিক আচরণ বিশ্লেষণ নামেও পরিচিত। আচরণ পরিমার্জনা বলতে কাঙ্খিত আচরণ করার উপযোগী করে পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহকে বিন্যাস করা বোঝায়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে কাঙ্খিত আচরণের মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়। অবাঞ্ছিত আচরণের মাত্রা কমানো যায় এবং নতুন ও জটিল আচরণ শিক্ষা দেওয়া যায়।

খ) **টিস:** টিস প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের অটিস্টিকসুলভ আচরণ দূর করা বা এর মাত্রা কমানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কৌশল হিসেবে শিশুর বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের তুলনায় আচরণের কার্যকরণ, যেমন– আতঙ্ক, শারীরিক ব্যথা, কাজের জটিলতা, বিরক্তি ইত্যাদি বিষয় যা শিশুর শিক্ষণকে প্রভাবিত করে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

গ) **ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি:** ভাষা একধরনের আচরণ সেজন্য আচরণ পরিমার্জনা কৌশল ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। এ দৃষ্টিতে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে–

১। শিশুর প্রতি যথার্থ স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শন করা।
২। অন্যের আচরণ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা এবং তার জন্য পুরস্কৃত করা।
৩। ভাষাগতভাবে বা অন্য যেকোনোভাবে অপরের সংগে তাদের আদান প্রদানকে পুরস্কৃত করা।
৪। অনাকাঙ্খিত আচরণের জন্য শাস্তি না দেয়া।

৫। প্রথম পর্যায়ে যেকোনো ধরনের ধ্বনি উচ্চারণ করলে পুরস্কৃত করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যের কথা অনুসরণ করার জন্য এবং তৃতীয় পর্যায়ে অর্থপূর্ণ কথা বলার জন্য পুরস্কৃত করা।

৬। খেলাধুলা বা যেকোনো প্রকার কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭। সর্বোপরি শিশুর সংঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশা করা প্রয়োজন। উল্লিখিত কৌশলগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করা হলে শিশুর ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

ঘ) **বিকল্প বা দর্শনযোগ্য ভাববিনিময় কৌশল:** যেসব অটিস্টিক শিশু কথা বলা শিখতে পারেনা তাদের ভাব বিনিময়ের উপায় হিসেবে বিকল্প বা দর্শনযোগ্য ভাব বিনিময় কৌশল শেখানো হয়। বিকল্প বা দর্শনযোগ্য ভাববিনিময় কৌশল যন্ত্র নির্ভর। যথা- কম্পিউটার বা অনুরূপ যন্ত্রাদি হতে পারে আবার অযান্ত্রিক ও হতে পারে। এ পদ্ধতিতে দু'ভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা যায়। যেমন–

১। যেকোনো উপায়ে সরাসরিভাবে চাহিদা প্রকাশ করা, যেমন- কাঙ্খিত বিষয়ের ছবিযুক্ত কার্ড প্রদর্শন করা। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান শিশুদের অঙ্গভঙ্গি বা ইশারা ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করতে শেখানো যেতে পারে। কোনো বস্তু প্রদান করে সে সম্পর্কিত চাহিদা প্রকাশ করতে পারে।

২। ছবির তালিকা হতে ক্রমান্বয়ে নির্দেশিত বিষয়টি যেকোনো উপায়ে শনাক্ত করা। যেমন- বিভিন্ন বিষয়ের ছবি সম্বলিত বোর্ড বা বই-এর নির্দিষ্ট ছবির প্রতি ইংগিত করা কিংবা সরাসরি কাঙ্খিত বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা।

অটিস্টিক শিশুর সুস্থ বিকাশ ও সুন্দর ভবিষ্যত গঠনের ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক পর্যায় অটিজম বিষয়ক সচেতনতা তৈরি ও এক সংগে কাজ করা এখন সময়ের দাবি।

শিক্ষার্থীর কাজ	অটিস্টিক শিশুর শ্রেণিবিভাগ সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করুন।

সারাংশ

অটিস্টিক শিশুদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিবারের সকল সদস্যদের একান্ত দায়িত্ব। তাদেরকে অবহেলার চোখে না দেখে সব সময় তাদের পাশে থাকতে হবে এবং সহযোগিতা করতে হবে। এ ধরনের শিশুদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে হবে। সকল কাজে তাদেরকে কাছে টানতে হবে। সকল বিষয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অটিস্টিক শিশুদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

ক) বিকাশমূলক বৈকল্য খ) দৃষ্টিশক্তি কম

গ) কানে শুনতে না পাওয়া ঘ) বেশি কথা বলা

২। অটিস্টিক শিশুদের সামাজিক করার জন্য কী করতে হবে?

ক) তাদের পাশে থেকে সার্বিক সহযোগিতা করা খ) তাদের কাজে বাধা দেওয়া

গ) তাদেরকে নিরুউৎসাহিত করা ঘ) সামাজিকভাবে হেয় করা

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সামির বয়স ২ বছর। তার আচরণ স্বাভাবিক শিশুর মত নয়। সকলের ধারণা শিশুটি প্রতিবন্ধী। চিকিৎসক বললেন, সে প্রতিবন্ধী নয়। সে অটিস্টিক। সকল বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে বর্তমান। তবে বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি অটিস্টিক প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নে সহায়তা করে।

ক) প্রতিবন্ধী কাকে বলে?
খ) কীভাবে প্রতিবন্ধী শিশুর শ্রেণিবিভাগ করা যায়?
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা পদ্ধতির স্বরূপ বর্ণনা করুন।
ঘ) "অটিস্টিক শিশুর সকল বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে বর্তমান" – উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

২। সেলিনার প্রথম ছেলের বয়স ৯ বছর। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে স্কুলের কোনো বিষয়ে মা প্রশ্ন করলে ঠিকমত বলতে পারেনা। শেষ বেঞ্চে চুপচাপ বসে থাকে। সহপাঠীদের সাথে খেলা করেনা। মাকে একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করে। পুরনো পড়া সব ভুলে যায়। এতে সেলিনা খুব রেগে যায়। সেলিনার ছোট ছেলের বয়স ৫ বৎসর। সে ডাকলে তাকায়না। একই খেলনা দিয়ে অধিক সময় ধরে একাকী খেলে, কিছু গানের কথা ও সুর শুনে হুবহু গাইতে পারে। সেলিনা ভাবল তার ছোট ছেলেটি শান্ত ও বুদ্ধিমান কিন্তু সেলিনার ভাই ছোট ছেলেটিকে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

ক) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কাদের বলে?
খ) শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা সকলে একই ধরনের নয়। ব্যাখ্যা করুন।
গ) সেলিনার প্রথম ছেলেটি কী ধরনের প্রতিবন্ধী? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) সেলিনার দুই ছেলের আচরণ উন্নয়নে করণীয় বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কারা?
২। শারীরিক প্রতিবন্ধী বলতে কী বোঝায়?
৩। প্রতিভাবান শিশু কাদের বলে?
৪। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কারা?
৫। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর শ্রেণিবিভাগ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১। ক ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ : ১। ক ২। ক